সরকারি খামারসমূহের ২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

১. মৎস্য হ্যাচারী আইন-২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারী বিধিমালা-২০১১ এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক রেণু ও পোনা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

২. কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে ছক-১ এ ২০১৮ উৎপাদন সালের আয়-ব্যয়ের বিবরণী এবং আর্থিক সাল অনুযায়ী ব্যয়ের চাহিদা ছক-১ (ক) তে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসর ও ছক-১ (খ) তে ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর উল্লেখ করতে হবে।

৩. উৎপাদন খরচের বকেয়া বিবরণী (যদি থাকে) ছক-৬ এ উল্লেখ করতে হবে।

৪. কর্মপরিকল্পনার ছক-২ এ প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে পুকুরের সংখ্যা, আয়তন, অর্থের উৎস (রাজস্ব), উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, ব্যয় ও আয়ের উল্লেখ করতে হবে।

৫. স্বাদু পানির চিংড়িচাষ প্রকল্প (২য় পর্যায়)/ ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)/ নির্বাচিত জলাশয়ে কাঁকড়া ও কুচিয়ার চাষ প্রদর্শনী প্রকল্প/ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট বা অন্য কোনো প্রকল্পের আওতায় কোনো কার্যক্রম গ্রহন করা হলে তা ছক-২ (ক) এ পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে। এ ব্যয় রাজস্ব ব্যয়ের সাথে ছক-১ এ প্রদর্শন করা যাবে না।

৬. পোনা অবমুক্তি কাযক্রম বাস্তবায়নে খামার হতে পোনা সরবরাহের জন্য বড় আকারের (৯-১৫ সেমি) পোনা তৈরি করতে হবে।

৭. নার্সারী পুকুরে পোনা উৎপাদনের পর যে মাছ অবশিষ্ট থাকবে তা ছক-২ এ ও ছক-৪ এ উৎপাদিত পণ্যের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং এ থেকে আয় দেখাতে হবে।

৮. প্রতিটি পুকুরের সারা বছরব্যাপি ব্যবহার যুক্তিযুক্তভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৯. উচ্চ ফলনশীল মাছ যেমন- তেলাপিয়া, কৈ, পাংগাস, গুলসা, পাবদা ইত্যাদির নার্সারী/ প্রদর্শনী হিসেবে করতে হবে এবং চাষিদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১০. প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক খামারে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা (শিং, মাগুর, চিতল, শোল, টেংরা, বাটা, গুলসা, দেশী সরপুঁটি, পাবদা ইত্যাদি) উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. গলদা চিংড়িচাষ সম্প্রসারণে যেসব খামারে ব্যবহার উপযোগী গলদা হ্যাচারী আছে সেসব খামারের কর্মপরিকল্পনায় রাজস্ব অর্থে অবশ্যই গলদা পি এল/ জুভেনাইল উৎপাদন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং তা ছক-২ এ উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, গলদা হ্যাচারির ব্রাইন পরিবহনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের অন্য প্রকল্পের ব্রাইন পরিবহনের গাড়ি ব্যবহার করা যাবে।

১২. বিদ্যুৎ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই সম্ভাব্য প্রকৃত ব্যয় উল্লেখ করতে হবে। খামারে আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য আলাদা মিটার ব্যবহার করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত বিভাগীয় কর্মশালায় ২০১৭ উৎপাদন বছর পর্যন্ত হালনাগাদ পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ফটোকপি এবং বিদ্যুৎ বিলের মিটারভিত্তিক বকেয়া হিসাব যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ প্রমানক উপস্থাপন করতে হবে।

১৩. হালনাগাদ ভূমিকর, পৌরকর ও টেলিফোন বিল পরিশোধ সংক্রান্ত প্রমানক বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করতে হবে।।

১৪. খামারের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত পরিকল্পনা (ছক-৯) কর্মপরিকল্পনায় পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১৫. কর্মপরিকল্পনায় ২০১৭ সালে সম্পাদিত পূর্ত ও মেরামত কাজ এবং ব্যয়ের বিবরণ (ছক-১০) সংযোজন করতে হবে।

১৬. কর্মপরিকল্পনায় খামারের জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত) সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ছক-১১) সংযোজন করতে হবে।

১৭. খামারের বিগত ২০১৭ উৎপাদন সালের উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের চুড়ান্ত বিবরণ ছক-১১ (ক) ও ছক-১১ (খ) কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১৮. খামারের ভৌত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছক-১১ (গ) সংযোজন করতে হবে।

১৯. খামারে পিকআপ/ মোটরযান থাকলে তা ছক-১১(গ) এ উল্লেখ করতে হবে।

২০. কর্মপরিকল্পনায় বিগত ১০ বছরের রেণু, পোনা ও মাছ উৎপাদন এবং আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তথ্য (ছক-১২) এ উল্লেখ করতে হবে।

২১. পরামর্শ প্রদান, পুকুর পরিদর্শন, সংযোগ চাষি, হ্যাচারি মালিকদের সাথে ব্রুড বিনিময় ইত্যাদি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণের বিষয় ইত্যাদি কর্মপরিকল্পনার ছক-২ এর খ অংশে উল্লেখ করতে হবে।

২২. রাজস্ব খাত হতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২০ জনের ব্যাচ হিসেবে সর্বনিম্ন ১ টি এবং সর্বোচ্চ ৩ টি ব্যাচে মৎস্যচাষি প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখতে হবে (সকল খামারের জন্য প্রযোজ্য)।

২৩. খামারের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে এবং অনিবার্য কারণ ব্যতিরেকে খামারের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে কম হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না। যেসব খামারে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত স্থাপনা সংস্কার/ নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে সেসব খামারে পূর্বের চেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

২৪. খামারের পতিত জমিতে ও পুকুর পাড়সহ উপযুক্ত জায়গায় শাক-সবজি উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। বাৎসরিক আয় নির্ধারণপূর্বক তা সরকারী কোষাগারে (১-৪৪৩১-০০০০-২৬৮১-বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি) জমা দিতে হবে।

২৫. সংস্থাপন কাজের প্রয়োজন ব্যতীত শ্রমিক ব্যয় সংস্থাপন খাত হতে বহন করা যাবে না। সংস্থাপন ও উৎপাদন খাতের শ্রমিক মজুরী বাবদ ব্যয় পৃথকভাবে দেখাতে হবে।

২৬. খামারের ব্রুড মাছের প্রজাতিভিত্তিক পরিমান কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে । প্রাকৃতিক উৎসের রেণু হতে ব্রুড উৎপাদন করা হলে খামারে ব্যবহারের জন্য ও বিক্রয়ের জন্য ব্রুড মাছের পরিমান আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২৭. মেরামত ও সংরক্ষণ কলামের যানবাহন মেরামত ৪৯০১ কোড এবং যন্ত্রপাতি মেরামত ৪৯১৬ কোড ভিন্ন ভিন্ন কলামে উল্লেখ করতে হবে।

২৮. অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ব্যতীত কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করা যাবে না। কর্মপরিকল্পনায় কর্মকর্তার নামসহ সীল ব্যবহার করতে হবে।

২৯. উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা চুড়ান্তকরণের সময় খামারের ৫ (পাঁচ) কপি কর্মপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে (দুই কপি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য)।

৩০. উৎপাদন কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি ছক (১ হতে ১৩ পর্যন্ত) অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য সম্বলিত উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হবে না।

২০১৮ সালের উৎপাদন কার্যক্রম ভিত্তিক সম্ভাব্য উৎপাদন হার, ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

ক্র: নং	কার্যক্রম	একক	প্রস্তাবিত দরহার
১.	গুণগত মান সম্পন্ন রেণু উৎপাদন	প্রতি কেজির উৎপাদন মূল্য	১১০০.০০-১২৫০.০০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	১৬০০.০০-১৮০০.০০ টাকা
২.	গুণগত মান সম্পন্ন কার্পপোনা উৎপাদন	প্রতি একরে উৎপাদন (৫-৭ সে.মি. ও ৯-১৫ সে.মি.)	০.৭০-২.০০ লক্ষটি
		একর প্রতি আয়	০.৭০-০.৮০ লক্ষ টাকা
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয় (৫-৭ সে.মি.)	০.৩০-০.৫০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য (৫-৭ সে.মি.)	০.৪৫-০.৭৫ টাকা
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয় (৯-১৫ সে.মি.)	০.৭০-১.২৫ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য (৯-১৫ সে.মি.)	১.০০-২.০০ টাকা
৩.	প্রাকৃতিক উৎসের পোনা উৎপাদন (৯-১৫ সে.মি.)	প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	০.৫০-১.৫০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	০.৬০-২.০০ টাকা
৪.	মিশ্রচাষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	২৫.০০-৩০.০০ কেজি
		প্রতি কেজির উৎপাদন ব্যয়	৫৫.০০-৬৫.০০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	৯০.০০-১১০.০০ টাকা
৫.	মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা (৫-৮ সে.মি.)	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	৩০০০-৫০০০ টি
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	১.০০-১.২০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	১.৫০-২.০০ টাকা
৬.	মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	৬০-৬৫ কেজি
		প্রতি কেজির উৎপাদন ব্যয়	৮০-৯০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	১১০-১২০ টাকা
৭.	শিং/ মাগুরের পোনা উৎপাদন (৫-৮ সে.মি.)	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	১৫০০-২০০০ টি
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	১.৫০-২.০০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	২.২৫-৩.০০ টাকা
৮.	শিং/ মাগুর মাছ চাষ	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	২৫-৩০ কেজি
		প্রতি কেজির উৎপাদন ব্যয়	১৫০-২০০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	৩০০-৩৫০ টাকা
৯.	কৈ মাছের পোনা (২-৩ সে.মি.)	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	৩০০০-৫০০০ টি
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	০.১৫-০.২০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	০.২৫-০.৩০ টাকা
১০.	কৈ মাছ চাষ	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	৬০-৬৫ কেজি
		প্রতি কেজির উৎপাদন ব্যয়	৮০-৯০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	১৩০-১৪০ টাকা
১১.	পাবদা মাছ চাষ	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	১০-১৫ কেজি
		প্রতি কেজির উৎপাদন ব্যয়	২৫০-৩০০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	৪০০-৪৫০ টাকা
১২.	গুলসা মাছ চাষ	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	২০-২৫ কেজি
		প্রতি কেজির উৎপাদন ব্যয়	২৫০-৩০০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	৪০০-৪৫০ টাকা
১৩.	চিতল মাছের পোনা উৎপাদন (৯-১৫ সে.মি.)	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	১২০-১৫০ টি
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	৭.০০-১০.০০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	১২.০০-১৫.০০ টাকা
১৪.	থাই পাংগাস পোনা (৭-১২ সে.মি.)	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	১৫০০-২০০০ টি
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	০.৮০-১.০০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	১.২০-১.৫০ টাকা
১৫.	ব্রুড উৎপাদন	প্রতি কেজির উৎপাদন ব্যয়	১১০.০০ টাকা
		প্রতি কেজির বিক্রয়মূল্য	১৬০.০০ টাকা
১৬.	গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন	প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	০.৮০-০.৯০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	১.০০-১.২০ টাকা
১৭.	গলদা চিংড়ির জুভেনাইল উৎপাদন (৫-৭ সে.মি.)	প্রতি শতাংশে উৎপাদন	১০০০-১৫০০ টি
		প্রতিটির উৎপাদন ব্যয়	২.৫০-৩.০০ টাকা
		প্রতিটির বিক্রয়মূল্য	৪.০০-৫.০০ টাকা